بسم الله الرحمن الرحيم

দেশের জনগণ, বিশেষ করে নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের প্রতি হিযবুত তাহ্‌রীর-এর বার্তা

ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের পেছনে শ্রম ও সময় ব্যয় না করে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অপসারণ করে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার একদফা দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হউন

আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন দেশ এবং দেশের জনগণ এই মুহূর্তে অনেকগুলো সঙ্কট এবং দুরবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে, যা থেকে কেউই রেহাই পাচ্ছে না।

এক, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুরবস্থা ও অমানবিক লকডাউনের ফলে জনগণ জীবন-জীবিকার নজিরবিহীন সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে শাসকগোষ্ঠী ও দুর্নীতিগ্রস্থ কতিপয় পুঁজিপতি চিকিৎসা সামগ্রী ও ভ্যাক্সিন ক্রয়, হাসপাতাল স্থাপন ও ব্যবসায়িক প্রণোদনার নামে বরাদ্দকৃত হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছে, অথচ চিকিৎসা সেবার বিন্দুমাত্রও উন্নতি করেনি। ফলে শুধুমাত্র উচ্চ-প্রবাহের অক্সিজেন ও আইসিইউ-এর অভাবে হাসপাতালে অসংখ্য রোগী মারা যাচ্ছে। আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন, কিভাবে বর্তমান সরকার পুঁজিপতিদের শিল্পকারখানাকে লকডাউনের আওতামুক্ত রেখেছে, আর ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্যকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে এবং দৈনিক উপার্জনকারী জনগোষ্ঠী যারা পেটের দায়ে বের হয়েছে তাদের উপর পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েছে।

দুই, শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতির কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত; অনেকেই ঋণগ্রস্থ হয়ে হিমশিম খাচ্ছে, কেউ কেউ অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, আবার কাউকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে দেখা যাচ্ছে।

তিন, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কর্মসংস্থানের অভাবে উচ্চ শিক্ষিতরা ব্যাপকভাবে বেকারত্ব বরণ করছে এবং তরুণ প্রজন্ম হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছে।

চার, ইসলাম ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্ধ অনুসারী বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ টার্গেটে পরিণত হয়েছে; ফলে পবিত্র রমযান মাসেও কোভিড-১৯ সংক্রমণের অজুহাতে তারাবীর নামাজ আদায় এবং ইফতার অনুষ্ঠানের উপর সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে শ্রমিকরা যখন রমযান মাসে সিয়াম পালন ও নামায আদায় করতে কর্মঘণ্টা কমানোর দাবীতে বিক্ষোভ করে তখন পুলিশ তাদের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে অন্তত সাতজনকে হত্যা এবং অসংখ্য শ্রমিককে আহত করেছে।

পাঁচ, নিরাপত্তাবাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে হয়রানী-গ্রেপ্তার ও গুম-খুন এবং সরকারদলীয় গুন্ডাবাহিনীর চাঁদাবাজি, নিপীড়ন ও ধর্ষণনীতির ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ছয়, দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীর উপর কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের কারণে জনগণের সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে; কারণ এইসব সাম্রাজ্যবাদীরাই তাদের দালাল মুসলিম শাসকদের সহযোগিতায় বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের সম্পদ লুট করছে, বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের রক্তের বন্যা বইয়েছে, এমনকি মুসলিমদের প্রাণ-প্রিয় রাসূল (সাঃ) এবং পবিত্র স্থানসমূহের উপর আক্রমণ করেছে।

দেশের জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার, ঈমান-আক্বীদা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার দাবীতে প্রতিনিয়ত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং সরকারের দুর্বৃত্ত বাহিনীর নির্দয় দমন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের কথা, যেখানে তারা বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং রাষ্ট্র মেরামতের দাবী তুলেছিল। তাদের আন্দোলনকে দমনে শুধুমাত্র পুলিশ-বিজিবিই নামানো হয়নি, বরং সরকারী দলের ক্যাডাররা ছাত্রীদের ধর্ষণের পথ অবলম্বন করেছিল। জনগণ এখনও ভুলে যায়নি, কোটাবিরোধী আন্দোলনের উপর দমন-নিপীড়ন, শাপলা চত্বরে ঈমান রক্ষার দাবীতে এবং সাম্প্রতিক সময়ে মোদীবিরোধী আন্দোলনরতদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে হত্যাকান্ডের ঘটনা। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, ভারতবিরোধী ফেসবুক পোস্টের জন্য বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে সরকারদলীয় গুন্ডারা কি নির্দয়ভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছিল।

এসব দমন-নিপীড়নের পরেও জনগণ ভয়ভীতি উপেক্ষা করে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে, তাই সরকার জনগণের মধ্যে ভয়ভীতি অব্যাহত রাখতে থানাগুলোতে বাঙ্কার ও মেশিনগান স্থাপন করেছে। মনে হচ্ছে যেন, সে জনগণের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কেন হাসিনা সরকার দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, এই বিষয়টি সুস্পষ্ট। হাসিনা সরকার দেশবিরোধী ও মুসলিমবিদ্বেষী কর্মকান্ডের জন্য বৃহত্তর জনগণের সমর্থন ও আস্থা হারিয়ে জনগণের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে, জনগণকে দমনে চরম হিংস্রতার পরিচয় দিচ্ছে। কাফির সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী, বিশেষ করে মার্কিন-বৃটেন-ভারত তাকে প্রকাশ্যে মদদ দিচ্ছে, কারণ সে জনগণের সার্বভৌমত্ব উপেক্ষা করে দেশের অর্থনীতি, ভূ-রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, কেন নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনীতে আমাদের সন্তানরা জনগণের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে না, যদিও তাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা? হাসিনা সরকার দেশের নিরাপত্তা বাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের গদি রক্ষা করছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, দেশের নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনীকে চতুরতার সাথে সংবিধান ও চেইন অব কমান্ড রক্ষার নামে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ভাড়াটিয়া বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলে তাদের উপর ভর করেই এই যালিম শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় টিকে আছে।

হে নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা গণমাধ্যমে বাকস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র উদ্ধারকে বর্তমান দুরবস্থা ও সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে উপস্থাপন করছে। তাদের দাবী হচ্ছে, সরকার যদি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় এবং জনগণের বাক-স্বাধীনতা যদি নিশ্চিত হয় তাহলে সরকারকে দায়বদ্ধ এবং জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যালিম শাসক তৈরি করে। কারণ এই ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ও আইনপ্রণেতা, তারা আইন তৈরি করে জনগণকে যুলুম করে আর নিজেরা আইনের ঊর্ধ্বে থাকে এবং এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা হলো একেকটি দানব। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে রাজনীতি ও রাষ্ট্র থেকে সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দেয়া হয়েছে, ফলে সৃষ্টিকর্তার কাছে রাজনীতিবিদদের কোন দায়বদ্ধতা নাই। এখানে রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদশালী হওয়া, ক্ষমতাকে অপব্যবহার করা, সমস্ত দুর্নীতি ও অপকর্মের দায়মুক্তি নেয়া।

আপনারা জানেন, এসব ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদরাই কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের দালালী করছে এবং তারা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কাফির সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহকে সাহায্যকারী ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করছে, যারা তাদের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্য গণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী অথবা গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সকল যালিম শাসকগোষ্ঠীকে প্রকাশ্যে মদদ দিচ্ছে এবং দেশের উপর তাদের আধিপত্যকে মজবুত করছে।

যে সরকার জনগণের ন্যায্য অধিকার ও দাবীসমূহকে প্রতিনিয়ত অগ্রাহ্য করছে এবং দাবী আদায়ের আন্দোলনকে নির্দয়ভাবে দমন করছে, তার কাছে কোন দাবী জানানো শ্রম এবং সময়ের অপচয় ছাড়া আর কি হতে পারে?

এছাড়া, পুঁজিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা শুধু মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে নয়, সমগ্র বিশ্বকে স্থায়ী দুরবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে। তাহলে কিভাবে কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেয়া এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে কোন আন্দোলন সফল হবে এবং জনগণের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে? কারণ এগুলো মানবজাতির সমস্যার মূল কারণ।

হে নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, ইসলামকে মানবজাতির সমস্যা সমাধানের ভিত্তি হিসেবে নিতে হবে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"এবং আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ব্যতীত (অন্যকোন কারণে) প্রেরণ করিনি।"** [সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৭] এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠায় **রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্দেশিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করতে হবে, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্'র রাসূল-এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম পদ্ধতি..."** [সূরা আল-আহযাব : ২১]। তাহলেই আমাদের আন্দোলন সফল হবে এবং জনগণের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর হলো সেই নেতৃত্ব যারা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আতা-বিন-খলিল আবু আল রাশ্‌তা-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ইসলাম দিয়ে জনগণকে পুনঃজাগরণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করছে, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-ই হলো একমাত্র দল যার কাছে রয়েছে ইসলাম দিয়ে মানবজাতির সমস্যা সমাধানের সঠিক পদ্ধতি। ইসলাম সমস্যাকে মানুষের সমস্যা হিসেবে দেখে এবং এক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ ও জাতি-গোষ্ঠী বিবেচনায় আনে না। ইসলাম তার রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা যেমন: খাদ্য, বাসস্থান, পোষাক, শিক্ষা, চিকিৎসা, এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, এবং ঘরে-বাইরে সম্মান অর্জন এবং ন্যায়বিচারকে ছড়িয়ে দিয়েছে, অত্যাচারিতের সাহায্যে এবং নিপীড়িতের মুক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র করেছে, যাতে কেউ এর মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, যেমনটি ঘটে কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রে, ফলে মুদ্রাস্ফীতি বিলুপ্ত হবে। শারী'আহ্ সুদ, ঘুষ, প্রতারণা এবং একচেটিয়া ব্যবসাকে নিষিদ্ধ করেছে, এবং গরীবের উপর ধনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দেয়নি। ইসলামী শাসনব্যবস্থাই হচ্ছে খিলাফত ব্যবস্থা, যেখানে সার্বভৌমত্ব শারী'আহ্‌র, এবং শাসনকর্তৃত্ব উম্মাহ্'র। মুসলিমরা খলীফাকে এই শর্তে বাই'আত প্রদান করে যাতে তারা আল্লাহ্'র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ্'র সুন্নাহ্ দ্বারা শাসিত হতে পারে, এবং ইসলামী বিধানের সুরক্ষা এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথনির্দেশ ও আলোকবর্তিকা হিসেবে ইসলামের বাণীকে পৌঁছে দিতে পারে। খলীফা উম্মাহ্ দ্বারা এই শর্তে নির্বাচিত যে তিনি উম্মাহ্'র পক্ষ হতে শারী'আহ্ বাস্তবায়ন করবেন, এবং তিনি হচ্ছেন রাখালের মত এবং উম্মাহ্'র নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"ইমাম (খলীফা) হলেন অভিভাবক এবং তিনি নাগরিকদের জন্য দায়িত্বশীল।"** [বুখারী/মুসলিম]। আপনারা জানেন, **হিযবুত তাহ্‌রীর** ইসলাম দিয়ে খিলাফত রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কুর'আন ও সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রস্তুত করেছে এবং খিলাফত রাষ্ট্রের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামোকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে।

হিযবুত তাহ্‌রীর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ মোতাবেক একদিকে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে খিলাফত ব্যবস্থার পক্ষে জনমত তৈরি করছে, অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর সম্মানিত অফিসারদের নিকট ইসলাম ও জনগণের পক্ষে অবস্থান নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ্, তারাও এই আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন। আপনারা জানেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খিলাফতের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে সুসংবাদ দিয়েছেন: **"...আল্লাহ্'র ইচ্ছায় যুলুমের শাসন অবসান হবে। অতঃপর আবারও ফিরে আসবে খিলাফতের শাসন নব্যুয়তের আদলে।"** [মুসনাদে আহ্‌মদ]; রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুসংবাদ হচ্ছে আল্লাহ্'র ওহী। আপনাদের কাজের মাধ্যমেই এই সুসংবাদ বাস্তবায়িত হবে এবং আবারও খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশা'আল্লাহ্।

দেশবাসী, বিশেষ করে নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের প্রতি **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর উদাত্ত আহ্বান, আপনারা ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনে শ্রম ও সময় অপচয় না করে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অপসারণ করে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার একদফা দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হউন।

খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে খিলাফত ব্যবস্থার পক্ষে তীব্র জনমত গড়ে তুলুন এবং আপনাদের সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের মধ্যে যারা সামরিক অফিসার তাদের নিকট জোর দাবী জানান যাতে তারা বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সেই আহ্বানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে এমনকিছুর দিকে আহ্বান করা হয় যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে।" [সূরা আল-আনফাল : ২৪]

১৭ রমযান, ১৪৪২ হিজরী
২৯ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ